দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 1 4 MAY 2010
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাবি শিক্ষকদের সাক্ষাৎ : ছাত্রলীগকে ইঙ্গিত করে প্রধানমন্ত্রী

সরকারের সমর্থক সেজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে চাইলে কঠোর ব্যবস্থা নিন

বিশেষ সংবাদদাতা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্টকারী যে-ই হোক তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। বিশৃঙ্খলাকারীদের কোনো ছাড় দেয়া হবে না। তিনি ছাত্রলীগকে ইঙ্গিত করে বলেন, সরকারের সমর্থক সেজে কেউ কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে বা অবৈধ প্রভাব খাটাতে চাইলে তাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কঠোর ব্যবস্থা নেবেন। প্রয়োজনে আইন- শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে সোপর্দ করবেন। এতে সরকারের সমর্থন পাবেন। বিশৃঙ্খলাকারীদের ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। তিনি বলেন, আমাদের যে কোনো মূল্যে শিক্ষার পরিবেশ ও মান ফিরিয়ে আনতে হবে। এ ক্ষেত্রে যে বাধা আছে তা দূর করতে হবে। দেশে মানুষ বাধা দেখতে চায় না। চায় সাফল্য দেখতে। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. আত্তাসস আরেফিন সিদ্দিকের নেতৃত্বে একটি শিক্ষক প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করলে তিনি এ আহ্বান জানান। এ সময় ঢাবির প্রো-ভিসি অধ্যাপক হারুন অর রশীদ, রেজিস্টার ড. মিজানুর রহমান, শিক্ষক সমিতির সভাপতি বন্দকার বজলুল হক, ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বিনষ্ট করার জন্য একটি বিশেষ মহল ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে।

সাক্ষাৎ শেষে প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব মাহবুবুল হক শাকিল সাংবাদিকদের জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চ শিক্ষা থেকে শুরু করে সকল পর্যায়ে শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি শিক্ষার মানোন্নয়নে সর্বোচ্চ চেষ্টা ও সর্বশক্তি প্রয়োগের গুরুত্বারোপ করে বলেন, 'কাজটা অত্যন্ত কঠিন, তবে দেশ ও জাতির স্বার্থে এটা করতেই হবে।'

তিনি অভিযোগ করেন, বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার

পৃ ১২ ক ১২

সরকারের সমর্থক সেজে বিশৃংখলা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরিবেশ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেয়া হয়। তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে রাজনীতির নামে ব্যাপকভাবে দলীয়করণ করে। এমনকি দলীয় নেতা-কর্মীদের স্বার্থে বিভিন্ন বিভাগের পরীক্ষার ফলাফলে জালিয়াতি করা হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্টকারী যেই হোক না কেন, তাকে ছাড় দেয়া হবে না। তিনি বলেন, দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখতে সরকার বদ্ধপরিকর। শেখ হাসিনা বলেন, তার সরকার জ্ঞানভিত্তিক আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি চালু করতে চায়। এ ব্যাপারে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নেতৃত্ব দেয়ার আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

পূজা উদযাপন কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ

বাসস জানায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তার সরকার বাংলাদেশে সকল ধর্মের মানুষের স্বাধীনভাবে ধর্ম পালন ও সমান অধিকারে বিশ্বাসী এবং তা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর।

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ গতকাল (বৃহস্পতিবার) প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি একথা বলেন।

শেখ হাসিনা বলেন, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সকল ধর্মের মানুষ দীর্ঘদিন আন্দোলন-সংগ্রাম এবং ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ শুধু কথায় নয়, মনে-প্রাণে অসাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী। তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। 'বর্তমান সরকার সকল ধর্মের মানুষের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ' উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের নবী করিম (সাঃ) সকল ধর্মের মানুষের ধর্ম পালনের স্বাধীনতার কথা বলেছেন।'

এ সময় আরো বক্তৃতা করেন, পূজা উদযাপন পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) সি আর দত্ত বীরউত্তম, সভাপতি স্বপন কুমার সাহা, সাধারণ সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ ও উপ-মহানগর পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি কাজল দেবনাথ। যুগ যুগ ধরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার-নির্যাতনের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০০১ সালের নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগকে ভোটদানকারী কেউই বিএনপি-জামায়াত জোটের অত্যাচার-নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পায়নি। বাংলাদেশে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর ভূমিকার কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, '১৯৬৪ সালে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ করার চেষ্টা করেছেন।' বিশিষ্ট আইনজীবী এস আর পালসহ অনেককেই নিজের বাসায় আশ্রয় দিয়েছেন।' বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সমালোচনা করে তিনি বলেন, তাদের দুর্নীতি, অপকর্ম, লুটপাট, সন্ত্রাস, হঙ্গিবাদ ইত্যাদির কারণে ১/১১ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য বিএনপি-জামায়াত জোটের বিভিন্ন অপচেষ্টার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১ কোটি ২৩ লাখ ভুয়া ভোটার দিয়ে তারা পুনরায় ক্ষমতায় আসার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তালিকা থেকে ভুয়া ভোটারদের বাদ দেয়ার কারণেই '৭৫-এর পর এবারই দেশের মানুষ স্বাধীনভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পেরেছে। আর সে জন্য আওয়ামী লীগ বিপুলভাবে জয়ী হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'জনগণ বিপুল ম্যান্ডেট দিয়ে আমাদের ওপর যে আস্থা দেখিয়েছে তা আমরা রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। সেলক্ষ্য নিয়েই কাজ করে যাচ্ছি। আমরা দেশের মানুষকে উন্নত জীবন দিতে চাই।' কতিপয় সংশোধনীসহ ২০০১ সালের অর্পিত সম্পত্তি আইন চালু ও হিন্দু ফাউন্ডেশন গঠনের দাবি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আপনাদের সাথে আলোচনা করেই করা হবে।' মন্দির-মঠ দখলদারমুক্ত করার দাবির প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী দেশে মন্দির ও মঠের সংখ্যা এবং সেগুলোর সার্বিক চিত্র তুলে ধরে তালিকা তৈরির আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'আমরা ঐতিহ্যবাহী মন্দির, মসজিদ, মঠ, প্যাগোডাগুলোকে সংরক্ষণ করতে চাই।' এ প্রসঙ্গে তিনি ঐতিহ্যবাহী কান্তাজির মন্দির উন্নয়নে একনেকের বৈঠকে প্রকল্প পাস করার কথা উল্লেখ করেন।

রাজধানী ঢাকাসহ দেশের সকল জেলার পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকরা এই সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে যোগ দেন। প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এইচটি ইমাম এবং পূজা পরিষদের নেতা পরিতোষ মন্ডল, এম এন নাথ, অসীম কুমার উকিল, পংকজ দেবনাথ, সুব্রিত কুমার নন্দী, সুকুমার ঘোষ এমপি, অপু উকিল এমপি, কান্ত দেব, শ্যামল ব্যানার্জি, সি আর মজুমদার, জয়ন্ত সেন দীপু প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।